৩০-১০-১৮ প্রাত: মুরলী ওম্ শান্তি বাপদাদা মধুবন

"মিষ্টি বাচ্চারা - জ্ঞানের সুখ ২১ পুরুষ পর্যন্ত চলতে থাকে, সে হল স্বর্গের সদা সুখ, ভক্তিতে তীব্র ভক্তির দ্বারা অল্পকালের ক্ষণভঙ্গুর সুখ পাওয়া যায়"

প্রশ্ন :-- বাচ্চারা, তোমরা কোন্ শ্রীমতে চলে সদগতি প্রাপ্ত করতে পারো ?

উত্তর :-- তোমাদের প্রতি বাবার শ্রীমত হলো - এই পুরানো দুনিয়াকে ভুলে একমাত্র আমাকে স্মরণ করো। একেই বলিহারি যাওয়া বা বেঁচেও মরে থাকা বলা হয়। এই শ্রীমতেই তোমরা শ্রেষ্ঠর থেকেও শ্রেষ্ঠ হতে পারো। তোমাদের সদগতিও হয়ে যায় । সাকার মানুষ কোনো মানুষের সদগতি করতে পারে না। বাবাই হলেন সকলের সদগতিদাতা।

গীত :-- ওম্ নমঃ শিবায়...

ওম্ শান্তি। বাচ্চারা গীত শুনেছে। গায়ন আছে যে উঁচুর থেকেও উঁচু হলেন ভগবান । এখন ভগবানের নাম তো মানুষমাত্রেও জানে না। ভক্ত ভগবানকে ততক্ষণ জানতে পারে না, যতক্ষণ না ভগবান এসে ভক্তদের নিজের পরিচয় দেন। জ্ঞান এবং ভক্তি - এ কথা তো বোঝানোই হয়েছে । সত্যযুগ এবং ত্রেতা হলো জ্ঞানের প্রালব্ধ। এখন তোমরা জ্ঞানের সাগরের থেকে জ্ঞান পেয়ে পুরুষার্থের দ্বারা নিজেদের সদা সুখের প্রালব্ধ তৈরী করছ এরপর দ্বাপর আর কলিযুগে ভক্তি থাকে। জ্ঞানের প্রালব্ধ সত্যযুগ আর ত্রেতাযুগ পর্যন্ত চলে। জ্ঞানের সুখ তো ২১ পুরুষ পর্যন্ত চলে। সে হলো স্বর্গের সদা সুখ। নরকের হলো অল্পকালের ক্ষণভঙ্গুর সুখ। বাচ্চাদের বোঝানো হয় যে, সত্যযুগ আর ত্রেতায় ছিলো জ্ঞানমার্গ, তখন নতুন দুনিয়া, নতুন ভারত ছিলো। তাকে স্বর্গ বলা হয়। এখন তমোপ্রধান ভারত নরক হয়ে গেছে। এখানে এখন অনেক প্রকারের দুঃখ। স্বর্গে দুঃখের নাম - নিশানা থাকে না। সেখানে গুরুর কোনো প্রয়োজন নেই। ভগবানকেই ভক্তদের উদ্ধার করতে হবে। এখন কলিযুগের অন্তিম সময়, বিনাশ সামনে উপস্থিত। বাবা এসে ব্রহ্মার দ্বারা জ্ঞান প্রদান করে স্বর্গের স্থাপনা করেন, আর শঙ্করের দ্বারা বিনাশ আর বিষ্ণুর দ্বারা পালন করান। পরমাত্মার কর্তব্য কেউই বুঝতে পারে না। মানুষকে পাপ আত্মা, পুণ্য আত্মা বলা হয়, পাপ পরমাত্মা বা পুণ্য পরমাত্মা বলা হয় না। মহাত্মাদেরও মহান আত্মা বলা হবে, মহান পরমাত্মা বলা হবে না। আত্মা পবিত্র হয়। বাবা বুঝিয়েছেন যে, প্রথমের দিকে মুখ্য হয় দেবী - দেবতা ধর্ম, সেই সময় সূর্যবংশীরাই রাজ্য করতো, চন্দ্রবংশীরা তখন ছিল না, সেখানে এক ধর্ম ছিল। ভারতে সোনা - রূপার মহল ছিল, হীরে - জহরতে ছাদ, দেওয়াল সাজানো থাকতো। ভারত হীরের মতো ছিলো, সেই ভারত এখন কড়ি তুল্য হয়ে গেছে। বাবা বলেন যে, আমি কল্পের অন্তে সত্যযুগ আদির সঙ্গমের সময় আসি। মায়েদের দ্বারা ভারতকে আবার স্বর্গ বানাই। এ হলো শিবশক্তি, পাণ্ডব সেনা। পাণ্ডবদের প্রীত এক বাবার সঙ্গে। বাবা তাঁদের পড়ান। শাস্ত্র ইত্যাদি হল সব ভক্তিমার্গের সামগ্রী। সে হলো ভক্তি কান্ড। বাবা এখন এসে সবাইকে ভক্তির ফল জ্ঞান দিচ্ছেন। যাতে তোমরা সদ্গতিতে যাও। সদ্গতিদাতা সকলের বাবা একজনই। বাবাকেই জ্ঞানের সাগর বলা হয়। বাকি, মানুষ, মানুষকে মুক্তি - জীবনমুক্তি দিতে পারে না। এই জ্ঞান কোনো শাস্ত্রতেই নেই। জ্ঞানের সাগর এক বাবাকেই বলা হয়, তাঁর থেকে তোমরা আশীর্বাদী বর্সা নাও এবং তারপরে তোমরা সর্বগুণ সম্পন্ন, ষোল কলা সম্পূর্ণ হয়ে যাবে। এ হলো দেবতাদের মহিমা। লক্ষ্মী - নারায়ণ হলো ১৬ কলা সম্পূর্ণ আর রাম - সীতা হলো ১৪ কলা

সম্পূর্ণ । এ হলো পড়া । এ কোনো সাধারণ সৎসঙ্গ নয় । সৎ হলো একজনই, তিনি এসেই সত্য বুঝিয়ে বলেন । এ হলো পতিত দুনিয়া । পবিত্র দুনিয়ায় পতিত থাকে না আবার পতিত দুনিয়ায় পবিত্র হয় না । পবিত্র একমাত্র বাবাই বানান । আত্মা বলে শিবায় নমঃ, আত্মা নিজের বাবাকে বলছে নমস্কার । কেউ যদি বলে, শিব আমার মধ্যে আছে তাহলে কাকে নমস্কার করবে ? এই অজ্ঞানতা ছড়িয়ে আছে । বাচ্চারা, বাবা এখন তোমাদের ত্রিকালদর্শী বানাচ্ছেন । তোমরা জানো যে, সব আত্মারা যেখানে থাকে, সে হলো নির্বাণধাম, সুইট হোম । মুক্তিকে তো সবাই স্মরণ করে, যেখানে আমরা বাবার সঙ্গে থাকি । এখন তোমরা বাবাকে স্মরণ করছো । সুখধামে যখন যাবে, তখন বাবাকে স্মরণ করবে না । এখন এ হলো দুঃখধাম, সকলেই দুর্গতিতে আছে । নতুন দুনিয়াতে ভারত ছিলো নতুন, সুখধাম, সূর্যবংশী, চন্দ্রবংশী রাজ্য ছিলো । মানুষ তো এ কথা জানেও না যে লক্ষ্মী – নারায়ণ এবং রাধা – কৃষ্ণের কি সম্পর্ক ? তারা আলাদা রাজ্যের রাজকুমার – রাজকুমারী ছিলো । এমন নয় যে দুজনেই নিজেদের মধ্যে ভাই – বোন ছিলো । রাধা অন্য রাজধানীতে ছিলো আর কৃষ্ণ তাঁর নিজের রাজধানীর রাজকুমার ছিলো । তাঁদের স্বয়ম্বর হওয়ার পরেই লক্ষ্মী – নারায়ণ হন । সত্যযুগে সমস্ত জিনিসই সুখদায়ী, আর কলিযুগে সমস্ত জিনিসই দুঃখদায়ী । সত্যযুগে কারোরই অকাল মৃত্যু হয় না । বাচ্চারা, তোমরা জানো যে, আমরা পরমপিতা পরমাত্মার থেকে সহজ রাজযোগ শিখছি – নর থেকে নারায়ণ আর নারী থেকে লক্ষ্মী হওয়ার জন্য । এ হলো স্কুল । ওই সৎসঙ্গ ইত্যাদিতে তো কোনো এইম অবজেক্ট থাকে না । তারা বেদ শাস্ত্র ইত্যাদি শোনায় । বাবার দ্বারা তোমরা এই মনুষ্য সৃষ্টি চক্রকে এখন জেনে গেছো । বাবাকেই নলেজফুল, ব্লিসফুল, দয়ালু বলা হয় । মানুষ গেয়ে থাকে – ও বাবা, এসে দয়া করো । হেভেনলী গড ফাদার এসেই এই সঙ্গমে হেভেন স্থাপন করেন ।

হেভেনে খুব অল্প মানুষ থাকে । বাকি বাকি এতো সব কোথায় যাবে ? বাবা সবাইকে মুক্তিধামে নিয়ে যান । স্বর্গ কেবল ভারতেই ছিলো আবার ভারতেই থাকবে । ভারত হলো সত্যখণ্ড – এমন গায়ন আছে । এখন তো ভারত কাঙ্গাল হয়ে গেছে । অর্থের জন্য মানুষ ভিক্ষা পর্যন্ত করে । ভারত একসময় হীরের তুল্য ছিলো, এখন কড়ির তুল্য হয়ে গেছে । ড্রামার এই রহস্যকে বুঝতে হবে । তোমরা রচয়িতা বাবাকে আর তাঁর রচনার আদি – মধ্য এবং অন্তকে জানো । কংগ্রেসীরা গায় – বন্দে মাতরম্ কিন্তু বন্দনা পবিত্রদেরই করা হয় । পরমাত্মা এসেই বন্দে মাতরম্ বলা শুরু করেন । শিববাবা এসেই বলেছেন – নারী হলো স্বর্গের দ্বার । নারী তো শক্তিসেনা । তারাই স্বর্গ রাজ্যের অধিকার দেন । যাকেই ওয়ার্ল্ড অলমাইটি অথরিটি রাজ্য বলা হয় । তোমরা শক্তিরা স্বরাজ্য স্থাপন করেছিলে, এখন আবার তা স্থাপন হচ্ছে । রামরাজ্য সত্যযুগকে বলা হয় । এখনো বলে, যেন রামরাজ্য হয় কিন্তু তা কোনো মানুষ তো করতে পারে না । ইনকরপোরিয়াল গড ফাদারই এসে পড়ান । তাঁরও অবশ্যই শরীরের প্রয়োজন । অবশ্যই তাঁকে ব্রহ্মার শরীরে আসতে হবে । শিববাবা তো তোমাদের সকল আত্মার বাবা । প্রজাপিতা – এমন গায়নও আছে । পিতা তো বাবাই । ব্রহ্মাকে গ্রেট গ্রেট গ্র্যান্ড ফাদার বলা হয় । আদি দেব আর আদি দেবী, দুজনেই বসে আছেন, তপস্যা করছেন । তোমরাও তপস্যা করছো । এ হলো রাজযোগ । সন্ন্যাসীদের হলো হঠযোগ । তারা কখনোই রাজযোগ শেখাতে পারেন না । গীতা ইত্যাদি যে সব শাস্ত্র আছে, সে সব হলো ভক্তিমার্গের সামগ্রী । মানুষ পড়ে আসছে তবুও তমোপ্রধান হয়ে গেছে । এ হলো সেই মহাভারতের লড়াই যাতে বিনাশ হতে হবে । সাইন্স কোনো বেদে লেখা নেই । সেখানে তো জ্ঞানের কথা আছে । এই সাইন্স হলো বুদ্ধির চমৎকার, যা নতুন আবিষ্কার করতে থাকে । সুখের জন্য বিমান ইত্যাদি তৈরী করছে । এরপরে এর দ্বারাই বিনাশ হবে । এই সুখের আবিষ্কার বা দক্ষতা ভারতেই থেকে যাবে । আর দুঃখের

সামগ্রী(দক্ষতা দ্বারা প্রাপ্ত) মারণ যজ্ঞে বিনাশের কাজে লাগবে । সাইন্সের বুদ্ধি তো চলেই আসছে । এই বোম্ব ইত্যাদি আগের কল্পেও বানানো হয়েছিলো । পতিত দুনিয়ার বিনাশ তারপর নতুন দুনিয়ার স্থাপনা হতে হবে । বাবা বলেন যে, তোমরা ৮৪ জন্ম সম্পূর্ণ করেছ, এখন এই দেহের অহংকার ত্যাগ করে বাবাকে স্মরণ করো তাহলে স্মরণের যোগ অগ্নিতে তোমাদের বিকর্ম বিনাশ হবে । রাবণ তোমাদের অনেক বিকর্ম করিয়েছে । পবিত্র হওয়ার তো একটাই উপায় আছে । তোমরা তো আত্মাই । তোমরা বলেও থাকো - আমি আত্মা, আমি পরমাত্মা, এমন কথা বলো না । তোমরা বলো, আমার আত্মাকে দুঃখ দিও না । আত্মাই পরমাত্মা - এ কথা বলা অনেক বড় ভুল । এখন হলো তমোপ্রধান ব্যভিচারী ভক্তি । যে আসে, তাকেই বসে পুজো করে । একের স্মরণকেই অব্যভিচারী বলা হয় । এখন এই ব্যভিচারী ভক্তিরও অন্ত হতে হবে । বাবা এসে বেহদের আশীর্বাদী বর্সা দেন । সকলকে সুখদানকারী একমাত্র বাবা, দ্বিতীয় আর কেউই নয় । বাবা বলেন যে, আমি এই একের সাথে বুদ্ধিযোগ জুড়লে অন্তিম কালে যেমন মতি, তেমনই গতি হবে । আমিই হলাম স্বর্গের রচয়িতা । এ হলো কাঁটার দুনিয়া । একে অপরের সঙ্গে লড়াই - ঝগড়া করতেই থাকে । এখন এই পুরানো দুনিয়ার পরিবর্তন হচ্ছে । জ্ঞান অমৃতের কলস আমি মায়েদের মাথায় রাখি । এ হলো জ্ঞান, কিন্তু বিষের সাথে তুলনা করলে এ হল অমৃত । এ কথা বলাও হয় যে, অমৃত ছেড়ে বিষ কেন পান করছো ? এই শ্রীমতেই তোমরা শ্রেষ্ঠ হবে । পরমপিতা পরমাত্মা এসেই শ্রীমত দেন । কৃষ্ণই এই শ্রীমতে এমন হয়েছেন । এ হলো বোঝার বিষয় । এই সম্পূর্ণ পুরানো দুনিয়াকে ভুলে এক বাবাকে স্মরণ করতে হবে । বলিহারিও এখনই যেতে হয় । একেই বেঁচেও মরে থাকা বলা হয় । ভক্তিমার্গের কথা হলো আলাদা । সে হলো ভক্তি কান্ড । ভক্তিতে তো অনেক গুরু আছেন কিন্তু সদগতিদাতা এক নিরাকার পরমপিতা পরমাত্মা । সাকার মানুষ অন্য কোনো মানুষকে সদগতি করতে পারে না । সদাকালের জন্য সুখ দিতে পারে না । সদা সুখদাতা হলেন একমাত্র বাবা । এ হলো পাঠশালা । এখানে এইম অবজেক্টও বাবাই বলে দেন । তিনি বলেন, তোমরা এখানে স্বর্গসুখের বর্সা পাবে । বাকি সবাই মুক্তিধামে চলে যাবে । শান্তিধাম, সুখধাম আর এ হলো দুঃখধাম । এই চক্র ঘুরতে থাকে । একেই স্বদর্শন চক্র বলা হয় । এই ড্রামার চক্র থেকে কেউই মুক্ত হতে পারে না । প্রত্যেকেরই এ হলো বানানো অবিনাশী পার্ট । বাবা তোমাদের পড়িয়ে মানুষ থেকে দেবতা বানাচ্ছেন । এরপর যে যতটা পড়বে, তাতে কেউ রাজা হবে, কেউ আবার প্রজা হবে । সূর্যবংশী সাম্রাজ্য তো । সত্যযুগে কেবল সূর্যবংশীই ছিলো আর কেউই ছিলো না । ভারত খণ্ডই উঁচুর থেকেও উঁচু সত্যখণ্ড ছিলো, এখন তা সম্পূর্ণ মিথ্যাখণ্ড হয়ে গেছে, একেই চূড়ান্ত নরক বলা হয় । অর্থের কারণে কতো মারামারি হয় । ওখানে তো কোনো অপ্রাপ্ত বস্তু থাকে না, যা পাওয়ার জন্য কোনো পাপ করতে হয় । বাবা-ই এই ভ্রষ্টাচারী দুনিয়াকে শ্রেষ্ঠাচারী বানাচ্ছেন, এই মায়েদের দ্বারা । এদেরই বাবা বন্দে মাতরম্ বলেন । সন্ন্যাসীরা বন্দে মাতরম্ বলে না । তাদের হলো হদের সন্ন্যাস । এ হলো বেহদের সন্ন্যাস । সম্পূর্ণ দুনিয়াকে বুদ্ধির দ্বারা সন্ন্যাস করতে হবে । শান্তিধাম, সুখধামকে স্মরণ করতে হবে । দুঃখধামকে ভুলে যেতে হবে । এ হলো বাবার নির্দেশ । বাবা আত্মাদের বুঝিয়ে বলেন, তোমরা এই কানের দ্বারা শোনো । শিববাবা এনার শরীরের দ্বারা তোমাদের বোঝান । তিনি হলেন জ্ঞানের সাগর । তিনি কোনো সাধু, সন্ত বা মহাত্মা নন । আচ্ছা ।

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা - পিতা, বাপদাদার স্মরণ - ভালোবাসা এবং সুপ্রভাত । রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদের নমস্কার ।

ধারণার জন্য মুখ্য সার :--

১ ) বাবার কাছে সম্পূর্ণ বলিহারি যেতে হবে । দেহের অহংকার ত্যাগ করে যোগ অগ্নির দ্বারা বিকর্ম বিনাশ করতে হবে ।

২ ) এইম অবজেক্টকে বুদ্ধিতে রেখে পড়া করতে হবে । এই বানানো ড্রামাকে বুদ্ধিতে রেখে স্বদর্শন চক্রধারী হতে হবে ।

বরদান :-- সন্তুষ্টতার সার্টিফিকেট দ্বারা ভবিষৎ রাজ্য - ভাগ্যের আসন প্রাপ্ত করে সন্তুষ্ট মূর্তি ভব

সন্তুষ্ট থাকতে হবে আর সবাইকে সন্তুষ্ট করতে হবে -- এই স্লোগান যেন তোমাদের মস্তক রূপী( কপালে) বোর্ডে লেখা থাকে, কেননা এই সার্টিফিকেট যাদের থাকে তারাই ভবিষ্যতে রাজ্য - ভাগ্যের সার্টিফিকেট নেয় । তাই রোজ অমৃতবেলায় এই স্লোগানকে স্মৃতিতে আনো । বোর্ডে যেমন স্লোগান লেখো তেমনি সদা নিজের মস্তক বোর্ডে এই স্লোগান লাগাও তাহলেই সবাই সন্তুষ্ট মূর্তি হয়ে যাবে । যে সন্তুষ্ট থাকে সে সদা প্রসন্ন থাকে ।

স্লোগান :-- নিজেদের মধ্যে স্নেহ আর সন্তুষ্টতা সম্পন্ন ব্যবহার যারা করে তারাই সফলতার প্রতিমূর্ত হয় ।